কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্প
কম্পোনেন্ট সি-বিডব্লিউসিএসআরপি
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

ঘূর্ণীঝড় 'আম্পান' পরবর্তী বিশেষ কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ।

প্রকাশের তারিখ: ২১/০৫/২০২০

(কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙা, মেহেরপুর, ঝিনাইদহ, সিরাজগঞ্জ, পাবনা, বগুড়া, রাজশাহী, নাটোর, জয়পুরহাট, চাপাইনবাবগঞ্জ, নওগাঁ, টাংগাইল, রাজবাড়ী, দিনাজপুর, লালমনিরহাট, নীলফামারী, গাইবান্ধা, রংপুর, কুড়িগ্রাম, ময়মনসিংহ, শেরপুর, জামালপুর, নড়াইল, মাগুরা, যশোর, সাতক্ষীরা, খুলনা, বাগেরহাট, গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর, বরিশাল, পিরোজপুর, বরগুনা, ঝালকাঠি, পটুয়াখালী, ভোলা, নোয়াখালী, লক্ষীপুর, চাঁদপুর, ফেনী ও চট্টগ্রাম জেলার জন্য)

- বোরো ধানসহ অন্যান্য দন্ডায়মান ফসলের জমি থেকে অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশন করুন।
- জমি থেকে অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশনের পর পরিপক্ক বোরো ধান ও অন্যান্য ফসল সংগ্রহ করুন।
- ভিজে যাওয়া বোরো ধান রোদে দ্রুত শুকিয়ে নিন এবং শুকনো ও নিরাপদ জায়গায় সংরক্ষণ করুন।
- আউশ রোপণ করা না হয়ে থাকলে পানি নেমে যাওয়ার সাথে সাথে অথবা পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করে দ্রুত চারা রোপণ করুন।
- আউশ ধানে পানি নেমে যাওয়ার ৫-৭ দিন পর গ্যাপ ফিলিং করে পটাশ সার এবং তার ৩-৫ দিন পর ইউরিয়া সারের উপরি প্রয়োগ করুন। ধান আগাম কুশি বের হওয়া পর্যায়ে থাকলে এখনই ইউরিয়া সার প্রয়োগ করা যাবে না। ৫-৭ দিন পর প্রয়োজন হলে কুশি ভেঙে গ্যাপ ফিলিং করে ইউরিয়া সার উপরি প্রয়োগ করতে হবে। তবে এখন সব ধরনের জমিতেই বিঘা প্রতি অতিরিক্ত ৫ কেজি পটাশ সার ব্যবহার করা ভাল।
- পাটের জমিতে পানি জমে থাকলে দ্রুত নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে। এ সময় সার প্রয়োগ করা থেকে বিরত থাকতে হবে।
- পাটের জমি শুকানোর পর নিড়ি দিয়ে আগাছা পরিষ্কার করে দিন। রোগবালাই দেখা দিলে অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।
- ঢলে পড়া কলাগাছ ও অন্যান্য উদ্যানতাত্বিক ফসল খুঁটির সাহায্যে সোজা করে দিন, সবজিতেও খুঁটির ব্যবস্থা করুন।
- মাটিতে যথাযথ আর্দ্রতা বজায় থাকলে সবজি ও অন্যান্য ফসল বপন করুন।
- আগাছানিধনসহ অন্যান্য আন্ত:পরিচর্যা জমি থেকে অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশনের পর করতে হবে।
- জমি থেকে অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশনের পর প্রয়োজনীয় সার প্রয়োগ করুন।
- জমির পানি নামার আগে বাড়ির আঙিনা ও রাস্তার ধারে উঁচু জায়গায় লতানো সবজি যেমন ঝিঙা, ধুন্দল, করলা, লাউ প্রভৃতি লাগানো যেতে পারে।
- গবাদি পশু ও হাঁস মুরগী উঁচু পরিষ্কার জায়গায় রাখুন। ভিটামিন ও মিনারেল সমৃদ্ধ খাবার খেতে দিন।
- তলিয়ে যাওয়া পুকুরগুলোতে পানি নেমে যাওয়ার পরপরই চারধার মেরামত করে নিন।
- রৌদ্রজ্জ্বল দিনে মাছের পরিমানের উপর ভিত্তি করে ২৫০-৭৫০ গ্রাম/শতাংশ হারে চুন প্রয়োগ করতে হবে। চুন প্রয়োগের তিন দিন পর রৌদ্রজ্জ্বল দিনে ৮০-১০০ গ্রাম/শতাংশ হারে ইউরিয়া এবং ৪০-৫০গ্রাম/শতাংশ হারে টিএসপি প্রয়োগ করতে হবে।
- পুকুর থেকে মাছ বের হয়ে গিয়েছে কিনা জাল টেনে পরীক্ষা করুন। মাছ বের হয়ে যাওয়া পুকুরগুলোতে একটু বড় আকারের পোনা পুনরায় মজুদ করতে হবে।
- কৃষিকাজ করার সময় সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখুন।